যায়যায়দিন

তারিখ 16 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ঢাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফল জালিয়াতির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক জাফর আহমদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে দেয়া ও নাম্বার ট্যাম্পারিংয়ের (নাম্বার কম-বেশি করা) অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক তদন্তে বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ড. জাফর আহমদ ২০০৫ সালে উর্দু ও ফার্সি (বর্তমানে আলাদা বিভাগ) বিভাগের চেয়ারম্যান থাকাকালে তার বিরুদ্ধে অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষার ৪০৩ নাম্বার কোর্সের শিক্ষার্থী ছমিরউদ্দিন এবং ৪০৯ নাম্বার কোর্সের এনায়েত উল্লাহ সিদ্দিকীর খাতায় লিখে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। এছাড়া ২০০৬ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার টেবুলেশন শিটে নাম্বার ট্যাম্পারিংয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধে বাহারুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থীকে ৫০১ নং কোর্সে নাম্বার কমিয়ে দেয়া এবং ওই কোর্সে এনায়েত উল্লাহ সিদ্দিকী নামে আরেক শিক্ষার্থীর নাম্বার বাড়িয়ে দেয়ারও অভিযোগ ওঠে। একইভাবে ২০০৭ সালে অনার্স পরীক্ষায় ওয়াদুদ মজিবুল্লাহ নামে এক শিক্ষার্থীর ৪০৩ নং কোর্সের পরীক্ষার খাতায় লিখে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। ড. জাফর আহমদ ওই কোর্সের শিক্ষক ছিলেন।

এসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- কবি জসীম উদ্দীন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহলুল হক চৌধুরী।

অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন শুক্রবার যায়যায়দিনকে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে শিক্ষার্থীর খাতায় লিখে দেয়া, খাতা পরিবর্তন এবং নাম্বার ট্যাম্পারিংয়ের সত্যতা পাওয়া গেছে। বিষয়টি সিন্ডিকেটকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদকে আহ্বায়ক করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বলেন, তদন্ত কমিটি কাজ করছে। ইতিমধ্যে তারা একটি সভা করেছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস সূত্রে জানা যায়, এসব অভিযোগের পর ছমিরউদ্দিন, ওয়াদুদ মজিবুল্লাহসহ সব শিক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে অধ্যাপক জাফর আহমদ ভূঁইয়া যায়যায়দিনকে বলেন, '২০০৩ সালে একই বিভাগে কর্মরত থাকাকালে একটি অনৈতিক কাজে সাহায্য না করায় প্রক্টর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার পেছনে লেগেছেন। উত্তরপত্রে যোগ-বিয়োগে ভুল হলেও পরে তা সংশোধন করা হয়। এরপরও প্রক্টর আমার পিছু ছাড়েননি। আমাকে সামাজিকভাবে হেয় করতে পরিকল্পিতভাবে এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।